ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড ২০১৭

০৬-০৯ ডিসেম্বর ২০১৭

সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সেতু বিভাগ
বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ
www.bridgesdivision.gov.bd

সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সেতু বিভাগ

নদীমাতৃক বাংলাদেশে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সুষ্ঠু ও সমন্বিত যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলার কোন বিকল্প নেই। এই বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করেই বৃহৎ সেতু, এক্সপ্রেসওয়ে, টানেল ইত্যাদি নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনার দায়িত্ব দিয়ে ২০০৮ সালের ৩১ মার্চ তৎকালীন যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের অধীনে সেতু বিভাগ নামে পৃথক একটি বিভাগ সৃষ্টি করা হয়। ঢাকার বনানীস্থ সেতু ভবনে এর কার্যালয় অবস্থিত। সেতু বিভাগের অনুমোদিত জনবলের সংখ্যা ৫২। বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ সেতু বিভাগের অধীনস্থ একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা।

ভিশনঃ

দেশব্যাপী নিরবচ্ছিন্ন সড়ক যোগাযোগ নেটওয়ার্ক।

মিশনঃ

১৫০০ মিটার ও তদূর্ধ্ব দৈর্ঘ্যের সেতু, উড়াল সেতু, এক্সপ্রেসওয়ে, টানেল ইত্যাদি নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে সর্বসাধারণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন।

বিভাগের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহঃ

১. সমন্বিত ও নিরবচ্ছিন্ন সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণে সহায়তা করা;
২. সড়ক পরিবহন ব্যবস্থা দ্রুততরকরণে সহায়তা করা ও
৩. বড় বড় শহরের যানজট হ্রাসকরণে সহায়তা করা।

বিভাগের উল্লেখযোগ্য কার্যাবলীঃ

- ১৫০০ মিটার বা তদূর্ধ্ব দৈর্ঘ্যের সেতু, ফ্লাইওভার, টানেল, এক্সপ্রেসওয়ে, লিংকরোড ইত্যাদি নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ, বাস্তবায়ন, মনিটরিং এবং মূল্যায়ন;
- বৃহৎ সেতু ও অন্যান্য অবকাঠামো পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণ;
- বৃহৎ সেতু, টোল সড়ক, টানেল ইত্যাদি ব্যবহারকারী যানবাহনের টোল নির্ধারণ;
- বৃহৎ সেতু এবং অন্যান্য অবকাঠামোর নিয়ন্ত্রণাধীন এলাকার নিরাপত্তা বিধান।

বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষঃ

১৯৮৫ সালে সৃষ্ট যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষের কার্যপরিধি বৃদ্ধি এবং পুনর্গঠন করে ২০০৯ সালের ৫৬ নং আইন দ্বারা বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ গঠন করা হয়। পরবর্তীতে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১৬ প্রণীত হয়। সেতু বিভাগের সচিব পদাধিকারবলে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের নির্বাহী পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন।

সেতু বিভাগ এবং বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের সকল ডিজিটাল কর্মকান্ডও মূলতঃ এসকল কার্যাবলীকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়। সেতু বিভাগের উল্লেখযোগ্য ডিজিটাল কার্যক্রমসমূহ উপস্থাপন করা হলোঃ

Real-time Online Toll Collection System

বঙ্গবন্ধু সেতু এবং ৬ষ্ঠ বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী (মুক্তারপুর) সেতুর টোল আদায় পদ্ধতি বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে একটি অনন্য ব্যবস্থা। একটি Modern Computerized Toll Managemment System-এর মাধ্যমে এই সেতুর টোল আদায় কার্যক্রম পরিচালিত হয়। যানবাহন সেতু পারাপারের জন্য টোল প্লাজায় উপস্থিত হলে সিস্টেমে প্রথমে যানবাহনের রেজিস্ট্রেশন নম্বরটি এন্ট্রি দেয়া হয়। এই সিস্টেমটি সরাসরি বিআরটিএ-এর Database-এর সাথে সংযুক্ত থাকায় যানবাহনটির প্রকৃত শ্রেণীসহ বিস্তারিত তথ্য সিস্টেমে প্রদর্শিত হয়। সিস্টেমে প্রদর্শিত শ্রেণী এবং তথ্য অনুযায়ী যানবাহনটির টোলের হার নির্ধারিত হয় এবং সে অনুযায়ী টোল আদায় করা হয়। টোল পরিশোধিত হলে সিস্টেম স্বয়ংক্রিয়ভাবেই সম্মুখের প্রতিবন্ধকটি সরিয়ে যানবাহটিকে সেতু পারাপারের জন্য যেতে দেয়। সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন হতে ১২ সেকেন্ড এরও কম সময় প্রয়োজন হয়। পরিশোধিত টোলের পরিমাণসহ টোল আদায় সংক্রান্ত সকল তথ্য সিস্টেমে সংরক্ষিত হয়। টোলের অর্থ নির্দিষ্ট ব্যাংকে জমা করা হয়। টোল আদায়ের মোট পরিমাণ, কোন শ্রেণীর যানবাহন হতে কি পরিমাণ টোল আদায় হয়েছে ইত্যাদি তথ্য তাৎক্ষণিকভাবে সিস্টেমে প্রদর্শিত হয়। টোল আদায় প্রক্রিয়া, টোলের অর্থ জমা সংক্রান্ত সকল তথ্য, টোল প্লাজা এলাকার ভিডিও চিত্র বনানীস্থ বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের সদর দপ্তর হতে VPN-এর মাধ্যমে সরাসরি মনিটর করা হয়।

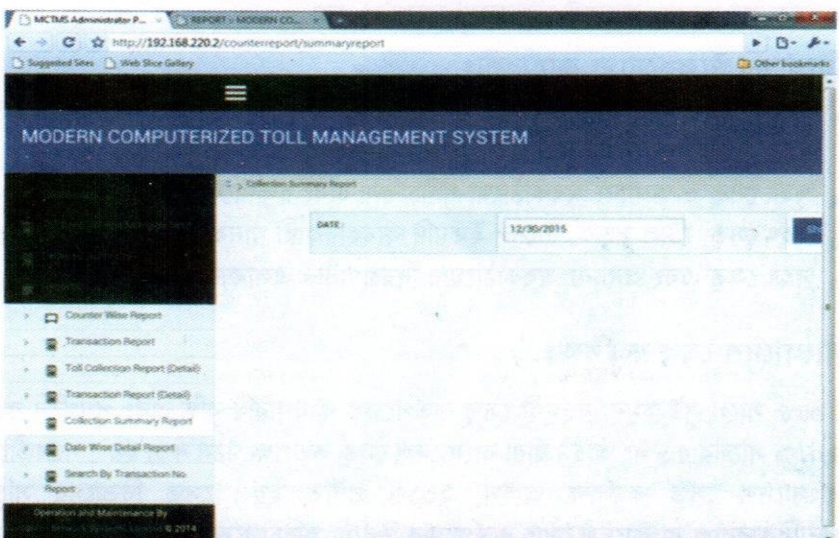

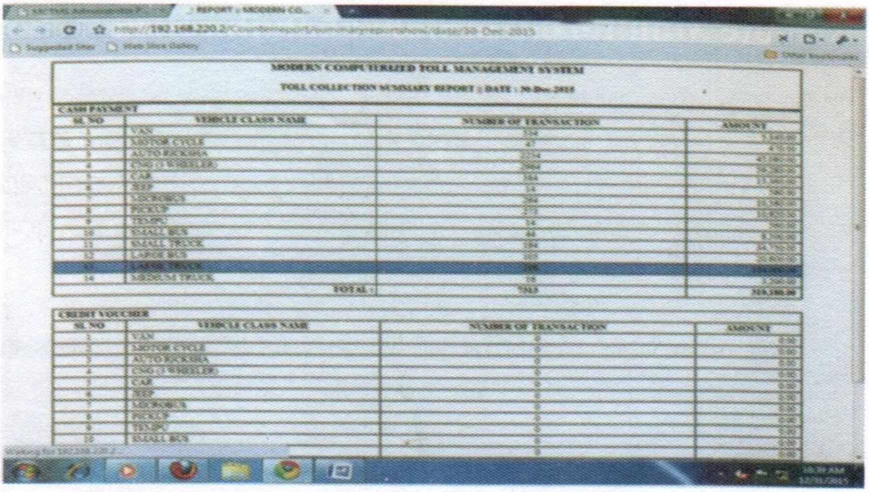

ইত:পূর্বে ইজারাদারের মাধ্যমে ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে টোল আদায়কালে যানবাহনের প্রকৃত শ্রেণী, টোলের প্রকৃত পরিমাণ ইত্যাদি নিয়ে ইজারাদারের সাথে সেতু ব্যবহারকারীর প্রায়শই বির্তকের সৃষ্টি হতো। এতে যেমন টোল আদায় কার্যক্রমে বিঘ্ন ঘটতো তেমনি সেবা গ্রহীতাদেরও সময়ের অপচয় হতো। তাছাড়া, ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে টোল আদায়েও অপেক্ষাকৃত বেশী সময় প্রয়োজন হতো। বর্তমান সিস্টেম ব্যবহারের ফলে যেমন Toll Transaction-এ সময় কম লাগছে, তেমনি টোল আদায় কার্যক্রমও সুষ্ঠুভাবে এবং স্বচ্ছতার সাথে সম্পন্ন হচ্ছে। ফলে সেবাদাতা এবং সেবা গ্রহীতা উভয়েই উপকৃত হচ্ছে। তাছাড়া, সরাসরি বিআরটিএ-এর ডাটাবেইজের তথ্য ব্যবহার করায় যানবাহনের প্রকৃত শ্রেণী নিয়ে বির্তকেরও কোন অবকাশ থাকছে না।

Remote Monitoring of Bangabandhu Bridge

বঙ্গবন্ধু সেতুর টোল কালেকশন সিস্টেম ঢাকাস্থ বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের প্রধান কার্যালয় হতে পরিবীক্ষণ করার জন্য একটি Remote Monitoring System রয়েছে। টোল সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য ও রিপোর্ট সংরক্ষণ এবং বঙ্গবন্ধু সেতু দিয়ে যানবাহন চলাচল সরাসরি পর্যবেক্ষণের জন্য অপটিক্যাল ফাইবার নেটওয়ার্কের মাধ্যমে একটি রিমোট মনিটরিং সিস্টেম গড়ে তোলা হয়েছে।

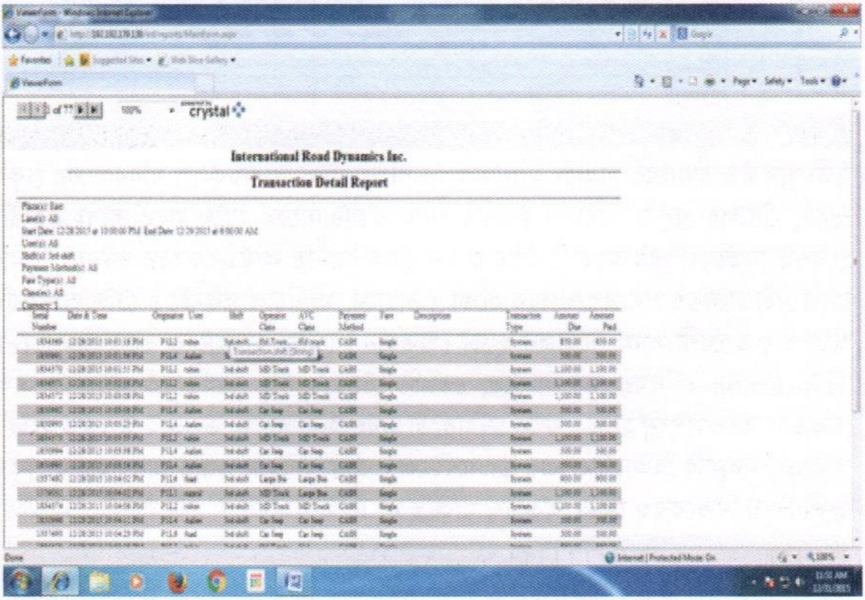

এই সিস্টেমের মাধ্যমে ঢাকাস্থ প্রধান কার্যালয় হতে বঙ্গবন্ধু সেতুর টোল কালেকশন এবং টোল এলাকার যানবাহন পরিস্থিতি পরিবীক্ষণ করা সম্ভব হচ্ছে। টোল সংক্রান্ত এবং ওজন স্টেশনের যাবতীয় তথ্য স্থানীয়ভাবে Local Server-এ সংরক্ষণ ছাড়াও অতিরিক্ত Back up হিসেবে সেতু ভবনস্থ Central Server-এ সংরক্ষণ করা হচ্ছে। ফলে কোনওভাবে Local Storage ক্ষতিগ্রস্ত হলেও বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের স্টোরেজে তা সংরক্ষিত থাকবে এবং Data Recover করা সম্ভব হবে।

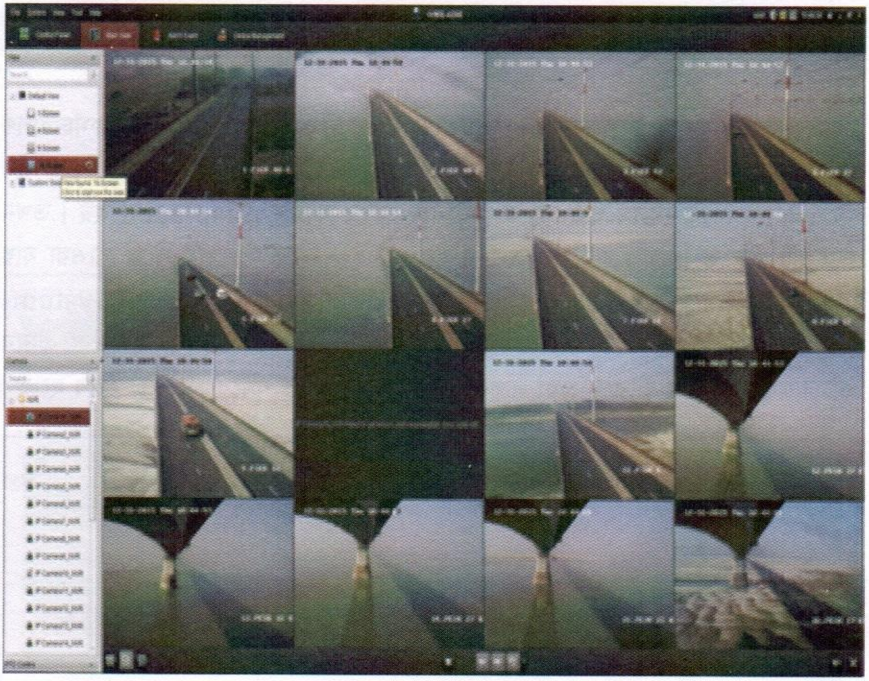

Remote Surveillance of Bangabandhu Bridge

ফাইল ট্র্যাকিং সিস্টেম

জনসাধারণকে সেবা প্রদানের জন্য বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ সর্বদা সচেষ্ট থাকেন। তবে অনেক সময় নথিপত্র সঠিক ডেস্কে সঠিক সময়ে পৌঁছায় না। ফলে অনাকাঙ্খিত বিলম্ব ঘটে থাকে। অনেক ক্ষেত্রে ফাইল misplaced হয়। তখন ফাইলটি খুঁজতে গিয়েও সময়ের অপচয় হয়। ফাইল যাতে সহজেই খুঁজে পাওয়া যায় এবং সঠিক সময়ে সঠিক ডেস্কে পৌঁছে এজন্য একটি File Tracking System-এর উদ্ভাবন করা হয়েছে। এই সিস্টেমটি বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের সেবা প্রদান প্রক্রিয়াকে সহজতর করেছে এবং নথির গতিবিধি ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব হচ্ছে।

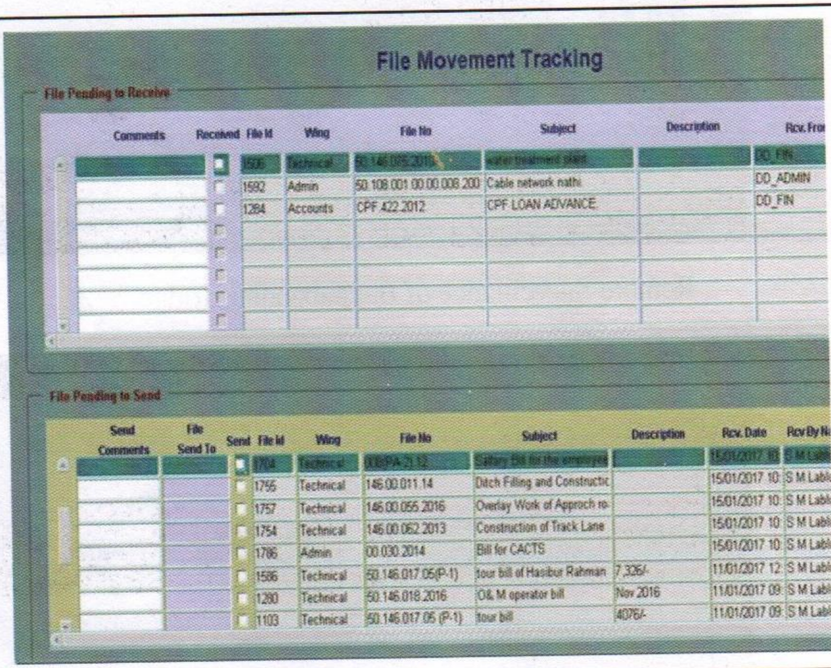

ই-ফাইল ব্যবস্থাপনা

রূপকল্প ২০২১ অনুসারে ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের Access to Information (A21) Programme কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ই-ফাইলিং কার্যক্রমে সেতু বিভাগ সক্রিয়ভাবে সংযুক্ত রয়েছে। সেতু বিভাগের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ এ বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন।

সেতু বিভাগ এবং বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীকে ই-ফাইলিং বিষয়ে অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। সেতু বিভাগে ই-ফাইলিং কার্যক্রম পরিচালনার জন্য একটি ফ্রন্ট ডেস্ক স্থাপন করা হয়েছে। সেতু বিভাগের অধিকাংশ নথি-ই ফাইল ব্যবস্থার মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হচ্ছে।

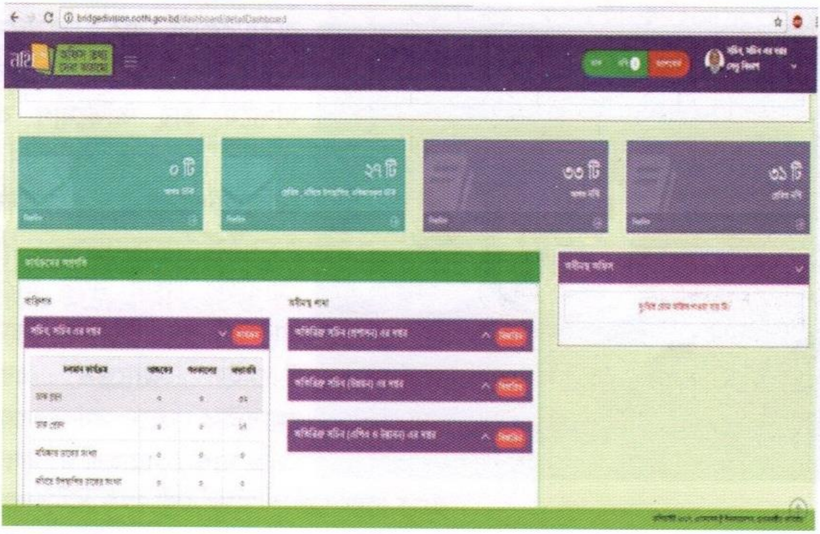

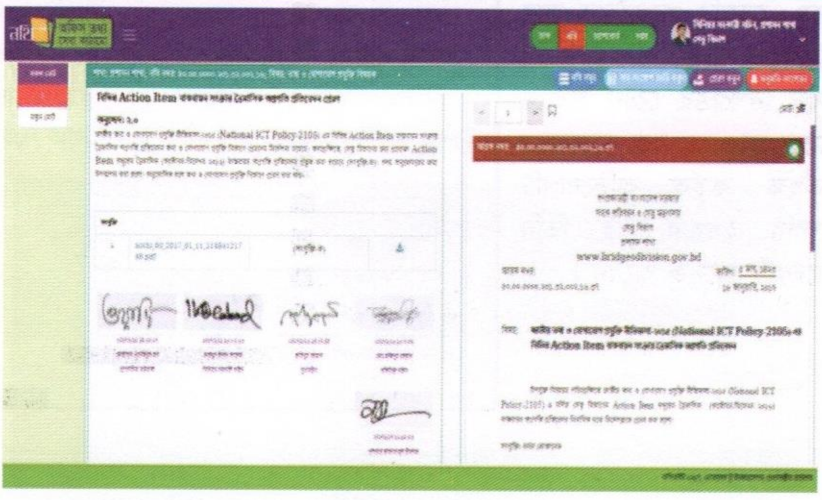

অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা (Grievance Redress System/GRS)

সেবা প্রত্যাশী জনসাধারণ যাতে সহজেই তাদের অভিযোগ বা মতামত সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে জানাতে পারে এজন্য সেতু বিভাগ এবং এর অধীনস্থ সংস্থা বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের ওয়েবসাইটে একটি অনলাইন Grievance Redress System (GRS) সংযোজন করা হয়েছে। জনসাধারণ অনলাইনে খুব সহজেই এর মাধ্যমে তাদের অভিযোগ/ মতামত/ পরামর্শ জানাতে পারছে।

ব্যবহারকারী এই সিস্টেমে লগ-ইন করে রেজিস্ট্রেশনের মাধ্যমে তার অভিযোগ বা পরামর্শ জানাতে পারবেন। রেজিস্ট্রেশনের সময় ই-মেইল অ্যাড্রেস বা মোবাইল ফোন নম্বর দিয়ে থাকলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে তার ই-মেইল অ্যাড্রেস এবং মোবাইল ফোনে সফলভাবে অভিযোগ / পরামর্শ দাখিল সংক্রান্ত একটি মেসেজ পৌঁছে যাবে। তেমনি পরবর্তীতে তার দাখিলকৃত অভিযোগ কর্তৃপক্ষের নিকট নিষ্পত্তির কোন পর্যায়ে রয়েছে তাও দেখতে পারবেন। কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অভিযোগটি নিষ্পত্তি হওয়ার পর তিনি আরেকটি মেসেজ পাবেন।

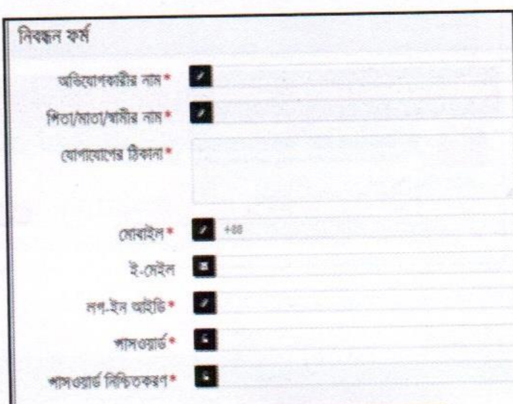

Log-in address for GRS : http//www.bbagov.bd/grs/

ই-জিপি

টেন্ডার প্রক্রিয়ার নানা ধরণের প্রতিবন্ধকতা দূর করার জন্য সেতু বিভাগ এবং বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষে ই-টেন্ডার পদ্ধতি চালু করা হয়েছে। এর ফলে টেন্ডারারগণ নির্বিঘ্নে এবং সহজে টেন্ডার প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে পারছেন। এই ব্যবস্থাটি জাতীয় ই-জিপি পোর্টালের অন্তর্ভুক্ত ।

HRM Software

সেতু বিভাগ ও বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের তথ্য সংরক্ষণের জন্য একটি Human Resource Management Software রয়েছে। সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীর তথ্য এই সিস্টেমে সংরক্ষণ করা হচ্ছে। এই ব্যবস্থায় সহজেই কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের তথ্য পৃথকভাবে এবং রিপোর্ট আকারে পাওয়া যাচ্ছে।

অফিস অটোমেশন

অফিস অটোমেশন এবং কাগজের ব্যবহার হ্রাসের উদ্যোগ হিসেবে সেতু বিভাগ এবং বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ কর্তৃক Client Server-based Integrated System এর Accounting, Provident Fund Management, Payroll, Store Management, Vehicle Management এবং Asset Management মডিউল ব্যবহার করা হচ্ছে। ডিজিটাল পদ্ধতিতে তথ্য সংরক্ষণ করায় যেমন কাগজের ব্যবহার হ্রাস পেয়েছে, তেমনি সহজেই প্রয়োজনীয় তথ্য দ্রুত খুঁজে পাওয়া সম্ভব হচ্ছে।

অনলাইন প্রবেশ পাশ

সেতু বিভাগ, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ এবং এর অধীনস্থ বিভিন্ন প্রকল্প অফিসে দর্শনার্থীদের প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ এবং নিরাপত্তার স্বার্থে Online Entry Pass ইস্যুর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এই ব্যবস্থায় অনুমোদিত কর্মকর্তাগণ দাপ্তরিক বা ব্যক্তিগত প্রয়োজনে সেতু ভবনে আগমনেচ্ছু ব্যক্তিদের নামে অনলাইন পাশ ইস্যু করে থাকেন।

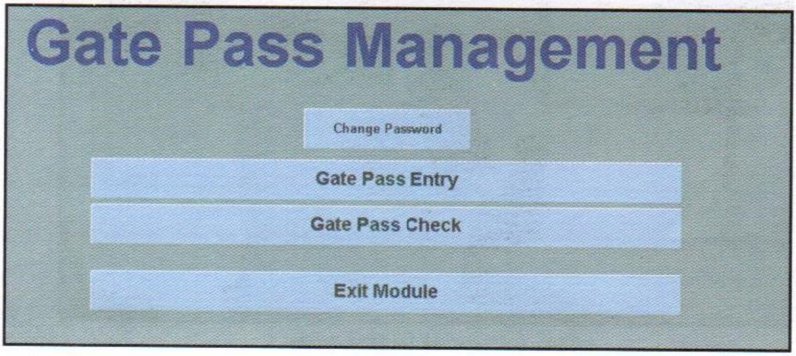

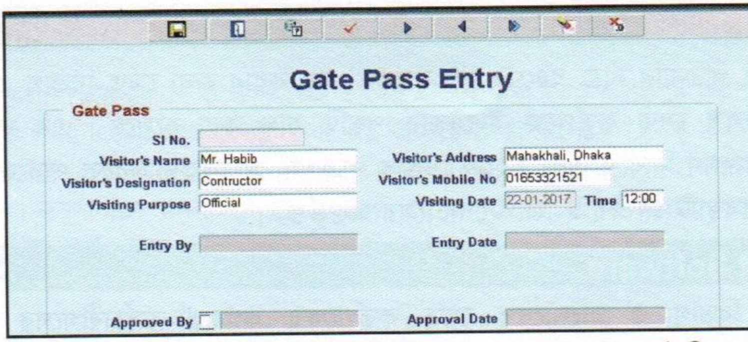

ইস্যুকৃত পাশ অন-লাইনে সেতু ভবনের রিসেপশনে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মচারীদের কাছে স্বয়ংক্রিয়ভাবে পৌঁছে যায়। এই পাশ যাচাই করে দর্শনার্থীদের ভিতরে প্রবেশ করতে দেয়া হয়। অন-লাইনে পাশ ইস্যুর ব্যবস্থা হওয়ায় কর্মকর্তাগণ খুব সহজেই ও দ্রুততার সাথে পাশ ইস্যু করতে পারছেন। এই পাশ রিসেপশনে পৌঁছানোর জন্য কোন বাহকের প্রয়োজন হচ্ছে না। এই ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে দর্শনার্থীদের সেতু ভবনে প্রবেশের ক্ষেত্রে শৃঙ্খলাও বৃদ্ধি পেয়েছে।

ইলেকট্রনিক অ্যাক্সেস কন্ট্রোল সিস্টেম (Electronic Access Control System)

সেতু ভবনের প্রবেশ পথে একটি Electronic Access Control System স্থাপন করা হয়েছে। সেতু ভবনস্থ বিভিন্ন অফিসে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের Smart ID Card প্রদান করা হয়েছে। এই আইডি কার্ড ব্যবহার করেই তারা ভবনে প্রবেশ করে থাকেন। কার্ডের পরিবর্তে পাসওয়ার্ড ব্যবহারেরও সুযোগ রয়েছে। তাছাড়া, এই ব্যবস্থায় Biometric পদ্ধতিতে Finger Print ব্যবহার করেও সেতু ভবনে প্রবেশের অপশন রয়েছে।

কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের ডিজিটাল হাজিরা

দর্শনার্থীগণ রিসেপেশন হতে সরবরাহকৃত ভিজিটরস্ কার্ড ব্যবহার করে ভিতরে প্রবেশ করতে পারেন। Electronic Access Control System প্রবর্তনের ফলে এই ভবনে কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং আগত দর্শনার্থীদের (যাদের মধ্যে বিদেশী নাগরিকও রয়েছেন) নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে। নিরাপত্তার পাশাপাশি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নির্ধারিত সময়ে অফিসে উপস্থিতির বিষয়টি মনিটর করা সম্ভব হচ্ছে।

সচেতনতামূলক পোস্টার

লিফটের পরিবর্তে সিঁড়ির ব্যবহার উৎসাহিত করতে "Burn Calories, Not Electricity" স্লোগানসহ একটি পোস্টার মুদ্রণ করা হয়েছে। লিফটের পরিবর্তে সিঁড়ির ব্যবহার যেমন বিদ্যুৎ সাশ্রয় করে তেমনি কায়িক পরিশ্রম শরীরকে সুস্থ রাখতে সাহায্য করে। বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী হওয়ায় এই অভ্যাস পরোক্ষভাবে পরিবেশবান্ধবও বটে।

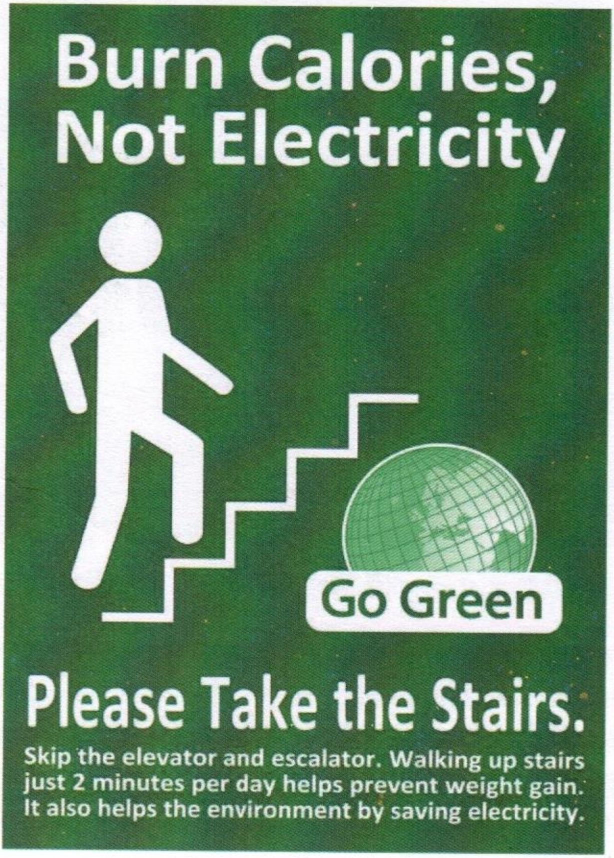

সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে বঙ্গবন্ধু সেতু

যমুনা নদী দ্বারা বিভক্ত দেশের দু'টি অঞ্চলকে একীভূত করে সমন্বিত যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলার মাধ্যমে দেশের সার্বিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে তৎকালীন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ১৯৯৮ সালের জুন মাসে বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ সড়ক অবকাঠামো বঙ্গবন্ধু সেতুর নির্মাণ কাজ সফলভাবে সম্পন্ন হয়। এ সেতু দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

বঙ্গবন্ধু সেতু

দূরন্ত যমুনা নদীর উপর বঙ্গবন্ধু সেতু নির্মাণের ফলে উত্তরবঙ্গের সাথে দেশের পূর্বাঞ্চলের সরাসরি সড়ক ও রেল যোগাযোগ ব্যবস্থায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটেছে। সেই সময়ে এটি ছিল বিশ্বের ১১তম দীর্ঘ সেতু। এ সেতু নির্মাণের অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ হয়ে বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে, নতুন নতুন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায়।

এক নজরে বঙ্গবন্ধু সেতু

সেতুর দৈর্ঘ্য	ঃ ৪.৮ কি.মি.
সেতুর প্রস্থ	ঃ ১৮.৫ মিটার
স্প্যান সংখ্যা	ঃ ৪৯টি
সেগমেন্ট সংখ্যা	ঃ ১২৬৩টি
পাইল সংখ্যা	ঃ ১২১টি
পিয়ার সংখ্যা	ঃ ৫০টি
সড়ক লেন	ঃ ৪টি
সেতুতে অন্যান্য সুবিধাদি	ঃ রেলপথ, বিদ্যুৎ সরবরাহ লাইন, গ্যাস সরাবরাহ লাইন ও টেলিযোগাযোগ লাইন
নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠান	ঃ Hyundai Engineering & Construction Co. Ltd., South, Korea.
পূর্ব গাইড বাঁধের দৈর্ঘ্য	ঃ ৩.০৭ কি.মি.
পশ্চিম গাইড বাঁধের দৈর্ঘ্য	ঃ ৩.২৬ কি.মি.
ভূয়াপুর হার্ড পয়েন্ট	ঃ ১.৭০ কি.মি.
নির্মাণ ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান	ঃ Ham Van Oord JV- Netherlands
পূর্ব সংযোগ সড়কের দৈর্ঘ্য	ঃ ১৪.৭৬ কি.মি.
পশ্চিম সংযোগ সড়কের দৈর্ঘ্য	ঃ ১৬.৯৩ কি.মি.
সংযোগ সড়কে মোট সেতুর সংখ্যা	ঃ ১৪ টি
সংযোগ সড়কের মোট কালভার্ট সংখ্যা	ঃ ২২ টি
নির্মাণ ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান	ঃ Samwhan Corporation -South Korea
পূর্ব গাইড বাঁধ কাম সংযোগ সড়কের দৈর্ঘ্য	ঃ ৮ কি.মি.
নির্মাণ ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান	ঃ AML-Monico Consortium
পশ্চিম গাইড বাঁধ	ঃ ৭.৮ কি.মি.
নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠান	ঃ বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
প্রকল্পের নির্মাণ কাজ শুরু	ঃ অক্টোবর ১৯৯৪
প্রকল্পের ভৌত নির্মাণ কাজ সম্পন্ন	ঃ জুন ১৯৯৮
প্রকল্পের নির্মাণ ব্যয়	ঃ মোট ৩৭৪৫.৬০ কোটি টাকা (৯৩৬.৪০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার) প্রকল্প সাহায্য: ২৫৪৫.৬০ কোটি টাকা (৫৯৩.২৪মি:মা:ডলার) জিওবি: ১২০০ কোটি টাকা(৩৪৩.১২মি:মা:ডলার)

৬ষ্ঠ বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী (মুক্তারপুর) সেতু

ঢাকা ও মুন্সিগঞ্জ জেলার মধ্যে সরাসরি যাতায়াত ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে ঢাকা-মুন্সিগঞ্জ সড়কে ধলেশ্বরী নদীর ওপর ১৫২১ মিটার দীর্ঘ মুক্তারপুর সেতুর নির্মাণ কাজ ২০০৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে সম্পন্ন হয়। সেতুটি নির্মিত হওয়ায় মুন্সিগঞ্জ ও তার আশেপাশের অঞ্চলগুলো হতে ঢাকা মহানগরীতে শাক-সবজি ও ফলমূলসহ অন্যান্য কৃষিপণ্য সহজেই পরিবহন করা সম্ভব হচ্ছে।

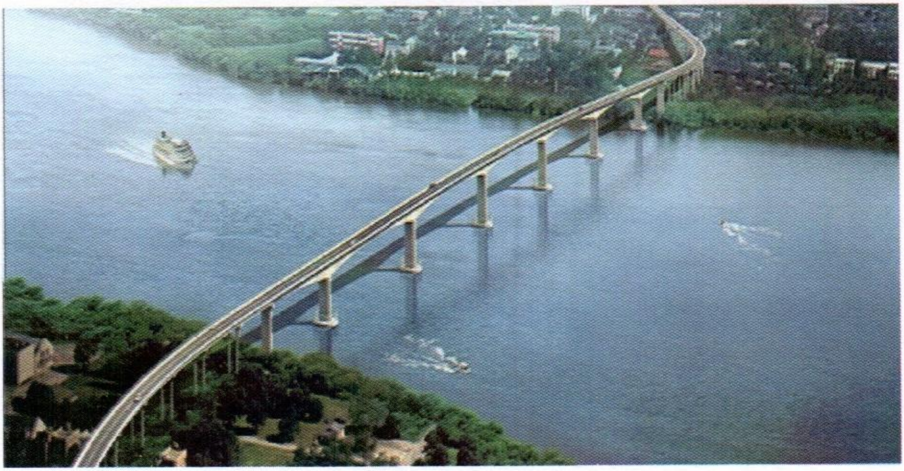

৬ষ্ঠ বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী (মুক্তারপুর) সেতু

সেতুর ধরণ	ঃ প্রি-স্ট্রেসড বক্স গার্ডার
সেতুর দৈর্ঘ্য	ঃ ১৫২১ মিটার
সেতুর প্রস্থ	ঃ ১০.০০ মিটার
সংযোগ সড়ক (উভয় পাড়ে)	ঃ ৬৭৩.২৩৫ মিটার
নদীশাসন	ঃ ৭০০.০০ মিটার
স্প্যান সংখ্যা	ঃ ৩৭ টি
পাইল সংখ্যা	ঃ ১২৬টি
পিয়ার সংখ্যা	ঃ ৩৬টি
নির্মাণ ব্যয়	ঃ মোট ১৯৭.৩৬ কোটি টাকা প্রকল্প সাহায্য ১২১.৮৭ কোটি টাকা জিওবি তহবিল ৭৫.৪৯ কোটি টাকা
নির্মাণ শুরু	ঃ জুলাই ২০০৫
নির্মাণ সম্পন্ন	ঃ ফেব্রুয়ারি ২০০৮
নির্মাণ ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান	ঃ চায়না রোড এন্ড ব্রীজ কর্পোরেশন

পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্প

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাহসী ও স্বাধীনচেতা নেতৃত্ব ও দৃঢ় সিদ্ধান্ত গ্রহণের ফলেই বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে এ দেশের সর্ববৃহৎ সড়ক অবকাঠামো পদ্মা সেতুর নির্মাণ কাজ শুরু করা সম্ভব হয়েছে। প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ সন্তোষজনকভাবে এগিয়ে চলছে। এ সেতুর নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হওয়ার পর দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বৈপ্লবিক অগ্রগতি সাধিত হবে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১২ ডিসেম্বর ২০১৫ তারিখে পদ্মা সেতু প্রকল্পের মূল সেতু নির্মাণ কাজের শুভ উদ্বোধন করেন

পদ্মা সেতু, "গর্বের সেতু"। এটি শুধু একটি অবকাঠামো নয়। এটি কেবল ৬.১৫ কিলোমিটারের একটি স্বপ্নের অবয়ব নয়। পদ্মা সেতু নির্মাণ একটি জাতির সামর্থ্য প্রমাণের গর্বিত এক অধ্যায়। এই বিশাল অবকাঠামো আত্মবিশ্বাস ও মর্যাদার প্রতীক।

দ্বিতল পদ্মা সেতু নির্মিত হচ্ছে কংক্রিট ও স্টিল দিয়ে। বহুমুখী এ সেতুর উপরের ডেক দিয়ে যানবাহন এবং নীচের ডেক দিয়ে ট্রেন চলাচল করবে।

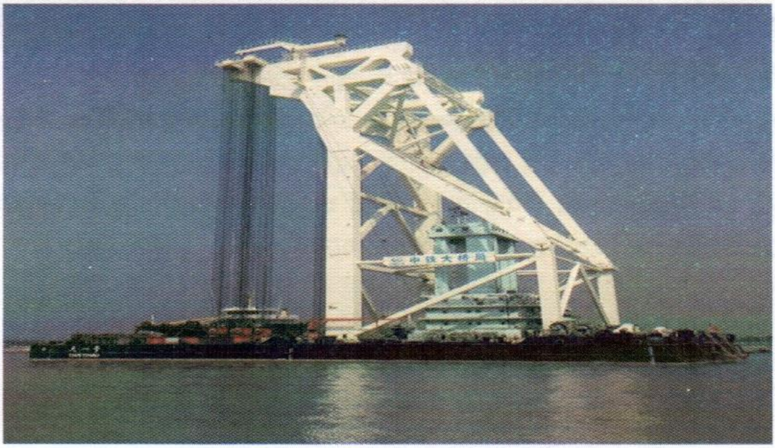

স্প্যান স্থাপনের জন্য ৩৬০০ টন ক্ষমতাসম্পন্ন ফ্লোটিং ক্রেন

পদ্মা সেতু এশিয়ান হাইওয়েতে অবস্থিত হওয়ায় বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ সড়ক নেটওয়ার্কসহ দক্ষিণ এশীয় অঞ্চলে অবস্থিত দেশগুলোর মধ্যে যাতায়াত ব্যবস্থায় যুগান্তকারী পরিবর্তন আনবে। জাতীয় জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার ১.২ শতাংশ বৃদ্ধি এবং প্রতি বছর ০.৮৪ শতাংশ হারে দারিদ্র্য নিরসনের মাধ্যমে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এ সেতু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

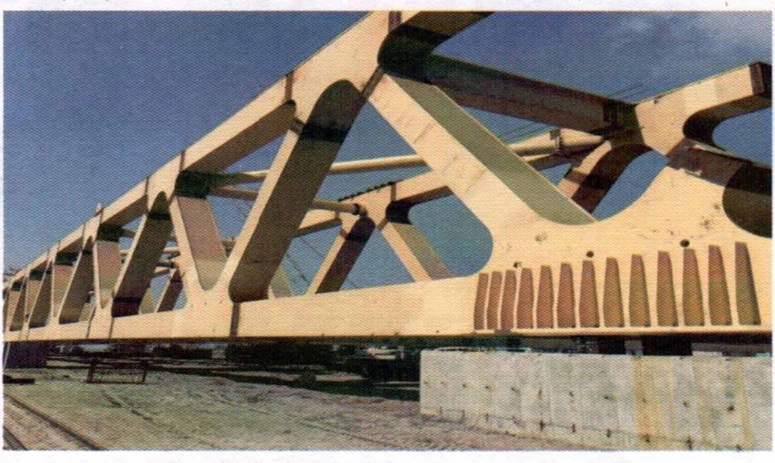

১৫০০ মিটার দীর্ঘ একটি স্প্যান (লোড টেস্ট করা হচ্ছে)

পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতিঃ

আর্থিক- ৪৯.৮১% এবং বাস্তব- ৪৮%

মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ২৮,৭৯৩.৩৯ কোটি টাকা (৩.৬৯২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার) (২য় সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী)

পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্পের কম্পোনেন্টসমূহ ও কাজের অগ্রগতি

১। সড়ক ও রেল ভায়াডাক্টসহ মূল সেতু (Main Bridge and Road & Rail Viaduct):

ঠিকাদারের নামঃ China Railway Major Bridge Engineering Group Co. Ltd.	
চুক্তিমূল্য	ঃ ১২,১৩৩,৩৯,৩০,৬৮২.১৫ টাকা
কাজ আরম্ভের তারিখ	ঃ ২৬ নভেম্বর ২০১৪
কাজের সময়সীমা	ঃ ৪৮ মাস
কাজ সমাপ্তির তারিখ	ঃ ২৫ নভেম্বর ২০১৮
অক্টোবর ২০১৭ পর্যন্ত ব্যয়	ঃ ৬০২৩.৬৩ কোটি টাকা
অক্টোবর ২০১৭ পর্যন্ত কাজের ভৌত/বাস্তব অগ্রগতি ঃ ৫১.০০%	

পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্পের মূল সেতুতে ৪০টি রিভার স্প্যানে, ২৪০টি স্টীল পাইল রয়েছে, যার মধ্যে ৯৩ টি পাইলের Bottom Section, ৬৬টি পাইলের Top Section ড্রাইভ সম্পন্ন হয়েছে। ইতোমধ্যে ২টি পিয়ার পি-৩৭ এবং পিয়ার পি-৩৮ সম্পন্ন হয়েছে, যাতে সেতুর ১ম স্প্যান Erection করা হয়েছে। নদীর দুই পার্শ্বে নদীর তীরে ২টি পিয়ার পি-১ এবং পিয়ার পি-৪২ এ যথাক্রমে ১৬টি ও ১২টি Bored Concrete পাইল রয়েছে, যাতে ১৬টি কংক্রিট পাইল সম্পন্ন হয়েছে।

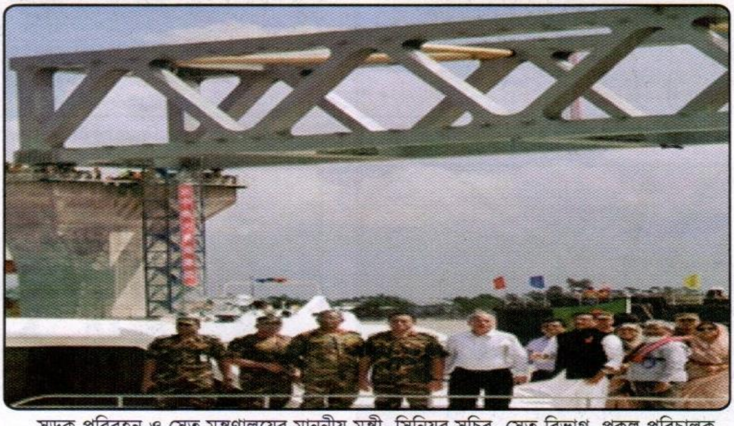

সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী, সিনিয়র সচিব, সেতু বিভাগ, প্রকল্প পরিচালক এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে সেতু সাইটে প্রথম স্প্যান Erection কার্যক্রম

জাজিরা ভায়াডাক্ট এবং মাওয়া ভায়াডাক্ট-এ পিয়ারের সংখ্যা যথাক্রমে ৪০টি ও ৩৭টি যাতে ১৯৩টি ও ১৭২টি পাইল রয়েছে। জাজিরা প্রান্তে ১৯৩টি পাইলের মধ্যে শতভাগ অর্থাৎ ১৯৩টি পাইল এবং মাওয়া প্রান্তে ৩২টি পাইল সম্পন্ন হয়েছে। জাজিরা প্রান্তের ভায়াডাক্ট এর ২টি পিয়ার সম্পন্ন হয়েছে।

পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্পের মূল সেতুতে ১৫০ মিটার দৈর্ঘ্যের মোট ট্রাস স্প্যান ৪১টি, যার মধ্যে চীন থেকে ১১টি স্প্যান সেতু সাইটে পৌঁছেছে, ৭টি স্প্যান ফেব্রিকেশন করা হয়েছে, ৪টি ফেব্রিকেশনের কাজ চলমান আছে । ১৫০ মিটারের ১টি স্প্যান পিয়ার পি-৩৭ এবং পিয়ার পি-৩৮ এর উপর Erection করা হয়েছে।

১২টি স্প্যান চীনের ওয়ার্কসপে স্টীল প্লেট থেকে স্টীল মেম্বার তৈরীর কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং চীন থেকে মাওয়া ঘাটে শিপমেন্টের অপেক্ষায় আছে। আরো ৭টি স্টীল প্লেট থেকে স্টীল মেম্বার তৈরীর কাজ চলমান আছে।

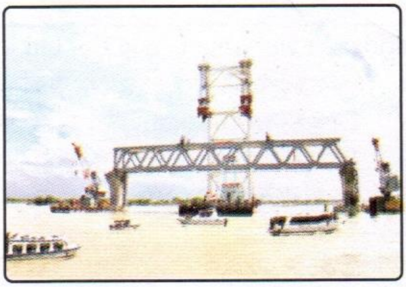

পদ্মা বহুমুখী সেতুর পিয়ার পি-৩৭ ও পি-৩৮ এর উপর স্থাপিত প্রথম স্প্যান।

পদ্মা বহুমুখী সেতুর পিয়ার পি-৩৭ ও পি-৩৮ এর উপর ফ্লুটিং ক্রেনের সাহায্যে প্রথম স্প্যান স্থাপন করা হচ্ছে ।

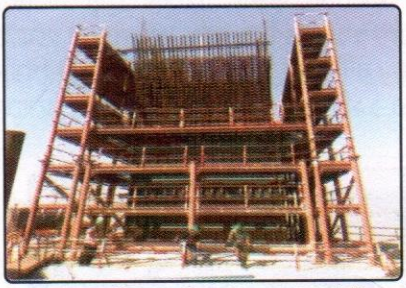

পদ্মা বহুমুখী সেতুর পিয়ার পি-৩৯ বেইস গ্রাউটিং

পদ্মা বহুমুখী সেতুর পিয়ার পি-৪০ বেইস গ্রাউটিং

পদ্মা বহুমুখী সেতুর পিয়ার পি-৪২ বেইস গ্রাউটিং

প্রকল্পের প্রকৌশলীগণ কর্তৃক মূল সেতুসহ অন্যান্য চলমান কাজের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ

২। নদীশাসন (River Training Works)

ঠিকাদারের নামঃ Sinohydro Corporation Limited, China	
চুক্তিমূল্য	ঃ ৮,৭০৭,৮১,৪১,৪৪৬.৯৭ টাকা
কাজ আরম্ভের তারিখ	ঃ ৩১ ডিসেম্বর ২০১৪
কাজের সময়সীমা	ঃ ৪৮ মাস
কাজ সমাপ্তির তারিখ	ঃ ৩১ ডিসেম্বর ২০১৮
অক্টোবর ২০১৭ পর্যন্ত ব্যয়	ঃ ৩০১৫.১৯ কোটি টাকা
অক্টোবর ২০১৭ পর্যন্ত কাজের ভৌত/বাস্তব অগ্রগতি	ঃ ৩৪.২০%

নদীশাসন কাজের বিভিন্ন সাইজের রক, স্টোনচিপস, সিলেট বালি, সিমেন্ট ও অন্যান্য নির্মাণ সামগ্রী সাইটে Mobilization প্রক্রিয়াধীন আছে। মোট ১,৩৩,০১,২৪৮টি কংক্রিট ব্লকের মধ্যে ৩০,২৬,৫৫৫টি কংক্রিট ব্লক কাস্টিং সম্পন্ন হয়েছে। মোট ২,১২,৭৫,০০০টি জিও ব্যাগের মধ্যে ২৬,৬৯,৬১৯ টি জিও ব্যাগ ডাম্পিং সম্পন্ন হয়েছে। মাওয়া প্রান্তে ১.৮ কিলোমিটার নদীশাসন কাজের মধ্যে -৫০০ মিটার থেকে +৯০০ মিটার পর্যন্ত ১.৪ কিলোমিটার Lunching Apron এ ৫ লেয়ার এর ৮০০kg জিও ব্যাগ ডাম্পিং সম্পন্ন হয়েছে এবং জাজিরা প্রান্তের ট্রায়াল সেকশনের -৫০০ মিটার থেকে +১৪০ মিটার পর্যন্ত ৬৮০ মিটার এ ১২৫kg জিও ব্যাগ ডাম্পিং সম্পন্ন হয়েছে।

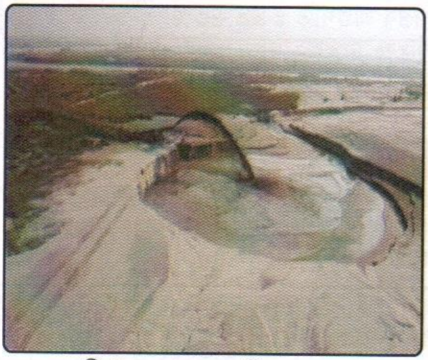

নদীশাসন কাজের ড্রেজিং

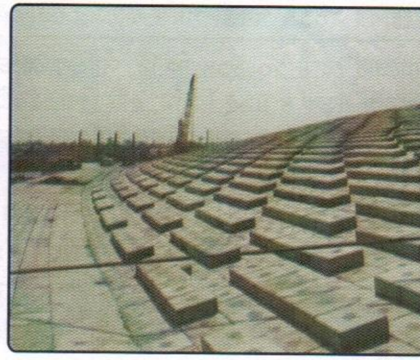

কান্ট্রি সাইড ঢালে সিসি ব্লক বিছানোর কাজ

এছাড়া মাওয়া প্রান্তের slope-এ গত বন্যায় সৃষ্ট ২টি Scour Hole এর Filling সম্পন্ন হয়েছে এবং তার উপর ১২৫kg জিও ব্যাগ ডাম্পিং সম্পন্ন হয়েছে। তাছাড়া embankment zone এ ৮টি pond এর ভরাট কাজও সম্পন্ন হয়েছে। জাজিরা প্রান্তে ট্রায়াল সেকশনের -৯৮০ মিটার থেকে -৪০০ মিটার পর্যন্ত ৫৮০ মিটার এ lunching apron এ ৫ লেয়ার এর ৮০০kg জিওব্যাগ ডাম্পিং সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়াও ৩ লেয়ার এর ১২৫kg জিও ব্যাগ ডাম্পিং সম্পন্ন হয়েছে যার উপর ইতোমধ্যে ৪৪,৯১০ ঘনমিটার রক ডাম্পিং এবং ১১,১৩,৩৫৪টি CC ব্লক ডাম্পিং সম্পন্ন হয়েছে। তাছাড়া জাজিরা প্রান্তে ১+৬৫০ মিটার থেকে ২+৭০০ মিটার পর্যন্ত embankment এর কাজ চলমান আছে। Embankment এর country side এ slope trimming এবং sandy loam placement এর কাজ চলমান আছে। জাজিরা প্রান্তে chainage ৪+৯০০ মিটার থেকে ৬+৫০০ মিটার পর্যন্ত ১.২ কিলোমিটার পর্যন্ত স্থানে bulk dredging ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। তাছাড়াও জাজিরা প্রান্তে chainage ০+১০০ মিটার থেকে ১+১০০ মিটার পর্যন্ত স্থানে bulk dredging কাজ চলমান আছে। তাছাড়াও chainage ৪+৯০০মিঃ থেকে ৬+৫০০মিঃ এ final trimming করে কাজ চলমান। ইতোমধ্যে সর্বমোট ৫,৩৪,৫০,৫০০টি CC half bricks এর মধ্যে ৯৩,৪৯,৮৮৭টির কাস্টিং সম্পন্ন হয়েছে এবং কাজ চলমান আছে । এছাড়াও ১৪,৫৪,৮০০টি CC half bricks dumping সম্পন্ন হয়েছে। মাওয়া প্রান্তের chainage ১০০ মিটার থেকে ৮০০ মিটার পর্যন্ত স্থানে Embankment এর কাজ চলমান আছে।

৩। জাজিরা সংযোগ সড়ক (Janjira Approach Road & Selected Bridge End Facilities)

ঠিকাদারের নাম	ঃ AML-HCM JV
চুক্তিমূল্য	ঃ ১,০৯৭,৩৯,৭৯,৭১১.০০ টাকা
কাজ আরম্ভের তারিখ	ঃ ০৮ অক্টোবর ২০১৩
কাজের মেয়াদকাল	ঃ ৩৬ মাস
কাজ সমাপ্তির তারিখ	ঃ ২ জুন ২০১৭
অক্টোবর ২০১৭ পর্যন্ত ব্যয়	ঃ ১০৯৪.৫৭ কোটি টাকা
অক্টোবর ২০১৭ পর্যন্ত পর্যন্ত কাজের ভৌত/বাস্তব অগ্রগতি ঃ ৯৯.৬০%	

অ্যাপ্রোচ রোড ১০.৬৩৭ কি.মি, সার্ভিস রোড ৯.৫৮৯ কি.মি, লিংক রোড ৫.৪৯৫ কি.মি, সংযোগ সড়ক ৪.৪৯৫ কি.মি, ৫টি ব্রিজ, ২০টি কালভার্ট, ৮টি আন্ডারপাস এবং টোল প্লাজা, পুলিশ স্টেশন ও ফায়ার স্টেশন নির্মাণের কাজ চলমান আছে।

৪। মাওয়া সংযোগ সড়ক (Mawa Approach Road & Selected Bridge End Facilities)

ঠিকাদারের নাম	ঃ AML-HCM JV
চুক্তিমূল্য	ঃ ১৯৩,৩৯,৮৫,৯৯১.০০ টাকা
কাজ আরম্ভের তারিখ	ঃ ২৭ জানুয়ারি ২০১৪
কাজের সময়সীমা	ঃ ৩০ মাস
কাজ সমাপ্তির তারিখ	ঃ ২৬ জুলাই ২০১৬
অক্টোবর ২০১৭ পর্যন্ত ব্যয়	ঃ ১৮৪.৯৫ কোটি টাকা
অক্টোবর ২০১৭ পর্যন্ত কাজের ভৌত/বাস্তব অগ্রগতি ঃ ১০০%	

৫। সার্ভিস এরিয়া-২ (Service Area-2)

ঠিকাদারের নাম	ঃ Abdul Monem Limited
চুক্তিমূল্য	ঃ ২০৮,৭১,১৯,০৩৮.০০ টাকা
কাজ আরম্ভের তারিখ	ঃ ১২ জানুয়ারি ২০১৪
কাজের সময়সীমা	ঃ ৩০ মাস
কাজ সমাপ্তির তারিখ	ঃ ১১ জুলাই ২০১৬
অক্টোবর ২০১৭ পর্যন্ত ব্যয়	ঃ ১৯৩.৬৪ কোটি টাকা
অক্টোবর ২০১৭ পর্যন্ত কাজের ভৌত/বাস্তব অগ্রগতি ঃ ১০০%	

৬। ভূমি অধিগ্রহণ (Land Acquisition)

ক) মুন্সিগঞ্জ জেলার প্রস্তাবিত ভূমি ৪১২.৭০ হেক্টর, অধিগ্রহণকৃত ভূমি ৩৩১.২৫ হেক্টর এবং দখল বুঝে নেয়া হয়েছে ৩১৯.৯১ হেক্টর।

খ) মাদারীপুর জেলার প্রস্তাবিত ভূমি ১৭১০.৮৮ হেক্টর, অধিগ্রহণকৃত ভূমি ৫৪৯.৭৯ হেক্টর এবং দখল বুঝে নেয়া হয়েছে ৫৪৯.৭৬ হেক্টর।

গ) শরীয়তপুর জেলার প্রস্তাবিত ভূমি ৭৪১.৪৬ হেক্টর, অধিগ্রহণকৃত ভূমি ৫৯১.৫৬ হেক্টর এবং দখল বুঝে নেয়া হয়েছে ৫৭৯.৭৪ হেক্টর।

ঘ) মাদারীপুর ও শরীয়তপুর জেলায় প্রস্তাবিত হুকুমদখলকৃত জমির পরিমাণ ১৫১.৩৯ হেক্টর, হুকুমদখলকৃত জমির পরিমাণ ৪০.৮১ হেক্টর, দখল বুঝে নেয়া হয়েছে ৪০.৮১ হেক্টর।

ঙ) তিন জেলায় সর্বমোট প্রস্তাবিত ভূমি ২৮৬৫.০৪ হেক্টর, অধিগ্রহণকৃত ভূমি ১৪৭২.৬০ হেক্টর এবং দখল বুঝে নেয়া হয়েছে ১৪৪১.৪১ হেক্টর।

চ) উল্লিখিত ৩টি জেলায় সর্বমোট ১৫১৩.৪১ হেক্টর জমি হুকুমদখল ও অধিগ্রহণকরা হয়েছে এবং ১১৬২.৬৭ হেক্টর জমি অধিগ্রহণের প্রক্রিয়াধীন আছে।

৭। পুনর্বাসন কার্যক্রম (Resettlement Activities)

পদ্মা নদীর উভয় পাড়ের তিন জেলার ভূমি অধিগ্রহণে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রভাবিত মোট পরিবারের সংখ্যা ১৫,৪০০ টি । এদের মধ্যে ভূমি অধিগ্রহণের আওতাধীন পরিবারের সংখ্যা ৯, ৫২৩ টি । ভূমি অধিগ্রহণ আইন অনুযায়ী তাদেরকে জেলা প্রশাসক কর্তৃক ১৪৮৯.২৩ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ প্রদানের পর প্রকল্প হতে অতিরিক্ত সহায়তা বাবদ ৩১ অক্টোবর ২০১৭ পর্যন্ত আরো ৬২১,১৩,৪৩, ২৬২.২৪/-(ছয় শত একুশ কোটি তের লক্ষ তেতাল্লিশ হাজার দুইশত বাষট্টি টাকা চব্বিশ পয়সা) টাকা প্রদান করা হয়েছে। বসতগৃহ হারানো ৫, ৮৭৭ টি পরিবারের মধ্যে ২,৭৪৪ টি পরিবারের জন্য ১৬৫.৬২ কোটি টাকা ব্যয়ে পদ্মা নদীর উভয়পাড়ের তিন জেলায় পুনর্বাসন সাইট প্রস্তুত করা হয়েছে। প্রতিটি পুনর্বাসন সাইটে স্কুল, মসজিদ, বাজার, স্বাস্থ্য কেন্দ্র, বিদ্যুৎ, বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থা ওভারহেড ট্যাঙ্ক, মিশ্র ফলের বাগান, খেলার মাঠ, রাস্তা ও বাউন্ডারি ওয়ালসহ সকল নাগরিক সুবিধা রয়েছে। ৭টি পুনর্বাসন সাইট এলাকায় ২,৭৪৪টি আবাসিক প্লট এবং ৮০টি বাণিজ্যিক প্লট এর ব্যবস্থা রয়েছে। ৩১ অক্টোবর ২০১৭ পর্যন্ত ২৪৪১টি প্লট ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারসমূহের মধ্যে বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে এবং ইতোমধ্যে ২২১৮ টি প্লট হস্তান্তর করা হয়েছে। এদের মধ্যে ৬২৮টি ভূমিহীন (ক্ষতিগ্রস্ত) পরিবারকে বিনামূল্যে প্লট বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। পুনর্বাসন কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

স্বেচ্ছায় পুনর্বাসিত পরিবারসমূহের মধ্যে ভিটা উন্নয়ন সহায়তা বাবদ ৩১ অক্টোবর ২০১৭ পর্যন্ত ৩৭৫ জনকে ৮,৯৪,৪০,০০০/-(আট কোটি চুরানব্বই লক্ষ চল্লিশ হাজার) টাকা প্রদান করা হয়েছে। ভিটা উন্নয়ন সহায়তা প্রদান কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

Resettlement Action Plan (RAP) এর আওতায় Income and Livelihood Restoration Plan এর অধীনে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারসমূহের ১০(দশ) বছর মেয়াদি পুনর্বাসনের লক্ষ্যে বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ আয়োজনের জন্য ইতোমধ্যে একটি Coordinationg NGO (CNGO) নিয়োগ করা হয়েছে।

এছাড়াও Host Village Facility Plan এর আওতায় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলো যে সকল গ্রামে/এলাকায় পুনর্বাসিত হবে, সেই এলাকার অবকাঠামোগত উন্নয়ন করার পরিকল্পনা ও বাজেট বরাদ্দ রয়েছে।

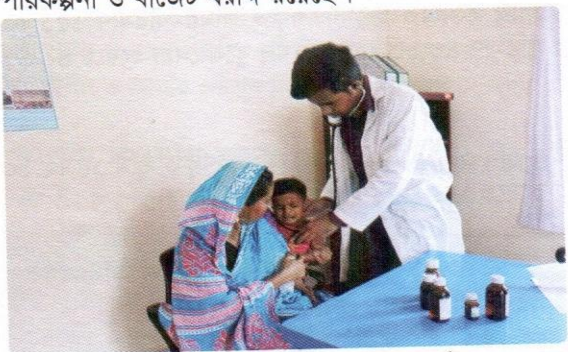

পুনর্বাসন সাইটে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে স্বাস্থ্য সেবা কার্যক্রম

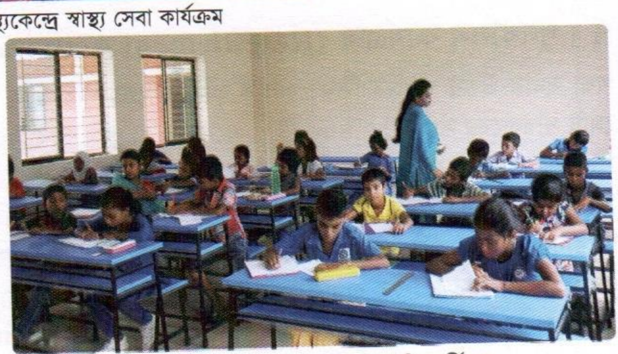

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীবৃন্দ

পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্পের ৪টি পুনর্বাসন এলাকায় স্থাপিত ৪টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম গত ১ মার্চ ২০১৭ তারিখ থেকে শুরু হয়েছে। ৪টি স্কুলে ৮০৫ জন ছাত্র-ছাত্রী অধ্যয়ন করছে।

Health Action Plan এর আওতায় ৫টি পুনর্বাসন এলাকায় স্থাপিত ৫টি স্বাস্থ্যকেন্দ্রের কার্যক্রম গত ১ এপ্রিল ২০১৭ তারিখে শুরু হয়েছে। পুনর্বাসন এলাকায় বসবাসরত ও অন্যান্য রোগীদের বিনামূল্যে স্বাস্থ্য সেবা প্রদান ও জরুরী প্রাথমিক চিকিৎসার ঔষধ সরবরাহ করা হচ্ছে।

৮। পরিবেশ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কার্যক্রম (Environment Management Activities)

(ক) বৃক্ষরোপণ/বনায়নঃ

বনায়ন শুরু হয় ২০১২ সাল থেকে।

রোপিত বৃক্ষঃ অক্টোবর ২০১৭ পর্যন্ত সর্বমোট ১,৫৭,৭৫৭টি বৃক্ষ রোপণ করা হয়েছে।

স্থানঃ ৭টি পুনর্বাসন এলাকা, ৩টি সার্ভিস এরিয়া এবং মাওয়া ও জাজিরা সংযোগ সড়ক।

বাস্তবায়নে ঃ বন বিভাগ (ঢাকা ও ফরিদপুর)।

(খ) Biodiversity Baseline Survey and Preparing Monitoring Plan, Identifying Location of the Protected Sanctuary and Developing a Sanctuary Establishment Plan of PMBP:

পরামর্শক প্রতিষ্ঠানঃ Agriconsulting S.p.A & SODEV Consult International Ltd- JV

চুক্তি মূল্যঃ ৪,৯০,৮৩,৭৫০/- টাকা

চুক্তির মেয়াদঃ ১ বছর

বর্তমান অবস্থাঃ উক্ত কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

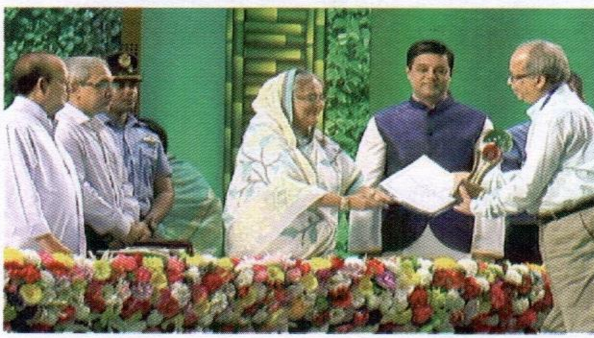

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছ থেকে বৃক্ষরোপণে জাতীয় পুরস্কার ২০১৬ গ্রহণ করছেন পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম

(গ) Consultancy Service for Preparing a Comprehensive Document of PMBP.

পরামর্শক প্রতিষ্ঠানঃ Impress Telefilm Ltd.

চুক্তির তারিখঃ ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৬

চুক্তি মূল্যঃ ৬,৩১,৩৫,৭৩৫.৯৮ টাকা

চুক্তির মেয়াদঃ ৫ বছর

বর্তমান অবস্থাঃ উক্ত কার্যক্রম চলমান আছে।

(ঘ) পদ্মা সেতু জাদুঘর

বাস্তবায়নেঃ প্রাণিবিদ্যা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

চুক্তির তারিখঃ ১৮ নভেম্বর ২০১৫

চুক্তি মূল্যঃ ৬,২১,৪৬,৩৯৫/- টাকা

মেয়াদঃ ৫ বছর।

বর্তমান অবস্থাঃ উক্ত কার্যক্রম চলমান আছে। অক্টোবর ২০১৭ পর্যন্ত ১২৪৯টি প্রানির নমুনা সংগ্রহপূর্বক সংরক্ষণ করা হয়েছে।

কর্ণফুলী নদীর তলদেশে বহুলেন সড়ক টানেল নির্মাণ প্রকল্প

চট্টগ্রাম শহরে নিরবচ্ছিন্ন ও যুগোপোযুগী সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলা, বিদ্যমান সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থার আধুনিকায়ন এবং ঢাকা-চট্টগ্রাম-কক্সবাজার এর মধ্যে নতুন একটি সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে কর্ণফুলী নদীর তলদেশে বহুলেন সড়ক টানেল নির্মাণ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। কর্ণফুলী টানেল নির্মিত হলে চট্টগ্রাম শহর চীনের সাংহাই শহরের ন্যায় 'One City Two Town' মডেল এ গড়ে উঠবে। কক্সবাজারের সাথে ঢাকা এবং চট্টগ্রামের দূরত্ব ও ভ্রমণ সময় কমবে। প্রস্তাবিত সোনাদিয়া/মাতারবাড়ী গভীর সমুদ্রবন্দরের সাথে সরাসরি সড়ক যোগাযোগ স্থাপিত হবে। কোরিয়ান রপ্তানী প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল ও প্রস্তাবিত চীনা বিশেষায়িত রপ্তানী প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল এর সাথে সরাসরি সড়ক যোগাযোগ স্থাপিত হবে। তাছাড়া কয়লা বিদ্যুৎ কেন্দ্রের হাব এবং এলএনজি টার্মিনালের সাথে সংযোগ স্থাপিত হবে। টানেল নির্মাণের জন্য ৩০ জুন ২০১৫ তারিখে চীনের নির্মাণ ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান China Communications Construction Company Ltd. (CCCC) এর সাথে কমার্শিয়াল চুক্তি স্বাক্ষর হয়। গত ১৪ অক্টোবর ২০১৬ তারিখে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও গণচীনের মহামান্য প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং কর্ণফুলী নদীর তলদেশে টানেল নির্মাণ কাজের শুভ উদ্বোধন করেন।

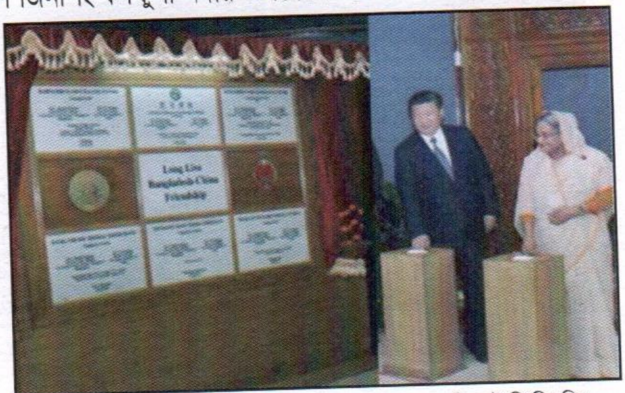

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও গণচীনের মহামান্য প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং কর্ণফুলী নদীর তলদেশে টানেল নির্মাণ কাজের শুভ উদ্বোধন করছেন

টানেল এলাইনমেন্ট	শাহ আমানত বিমানবন্দর হতে কর্ণফুলী নদীর ২ কিমি ভাটিতে
প্রকল্প ব্যয়	৮৪৪৬.৬৩ কোটি টাকা
অর্থায়নের উৎস	বাংলাদেশ সরকার ও The Export Import Bank of China
মেয়াদকাল	নভেম্বর, ২০১৫-জুন, ২০২০
দৈর্ঘ্য	মোট- ৯২৬৫ মিটার, টানেলের দৈর্ঘ্য- ৩৩১৫ মিটার, ফ্লাইওভার- ৬৩৭ মিটার, সংযোগ সড়ক- ৫৯৫০ মিটার
টানেলের অভ্যন্তরীণ ব্যাস	১০.৮০ মিটার
ভার্টিক্যাল ক্লিয়ারেন্স	৪.৯০ মিটার
টানেল টাইপ	Dual Two Lane
নির্মাণ কৌশল	Shield Driven Method
নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠান	China Communications Construction Company Ltd.
ডিজাইন রিভিউ ও নির্মাণ তদারকি পরামর্শক প্রতিষ্ঠান	SMEC-COWI JV and Associates

প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি

কর্ণফুলী টানেল প্রকল্পের পশ্চিম প্রান্তে বন্দর থানাধীন দক্ষিণ পতেঙ্গা মৌজার ব্যক্তি মালিকানাধীন ৩৩.৪৮৫২ একর ভূমি স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল অধ্যাদেশের ৫(১০)-বি ধারায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর চূড়ান্ত অনুমোদনের পর নথি জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে পরবর্তী কার্যক্রমের জন্য প্রেরণ করা হয় এবং ভূমি অধিগ্রহণ আইনের ৬ ও ৭ ধারার কার্যক্রম সম্পন্নের পর এখন ক্ষতিপূরণের প্রাক্কলন ও রোয়েদাদ প্রস্তুতের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন। তাছাড়া পশ্চিম প্রান্তে বিভিন্ন সংস্থার ৩৬.৪১৫৩ একর ভূমি অধিগ্রহণের জন্য ভূমি মন্ত্রণালয় হতে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের মতামত/অনাপত্তি এবং জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম এর প্রতিবেদন চাওয়া হয়েছে। তবে উক্ত ভূমিসহ সমঝোতার ভিত্তিতে পতেঙ্গা প্রান্তে বিভিন্ন সংস্থার মোট ৫৪.১৪৫৮ একর ভূমি ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে।

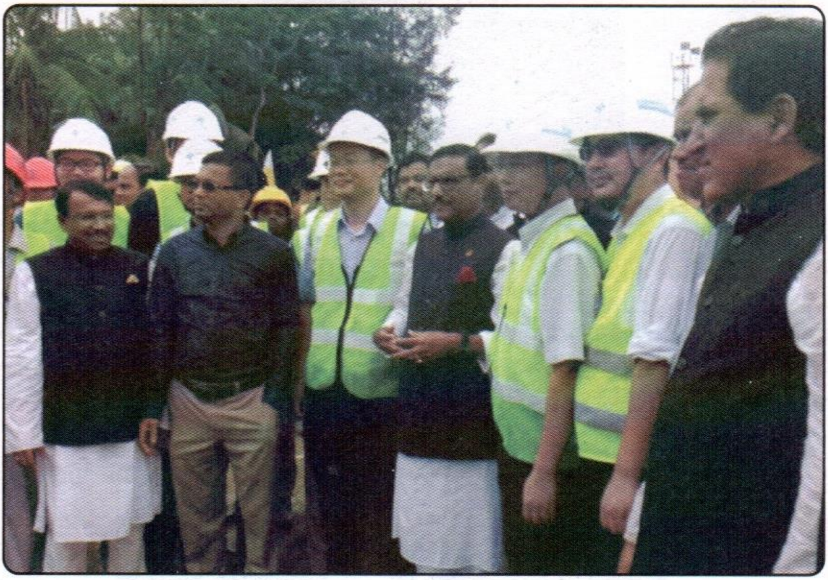

মাননীয় সড়ক পরিবহণ ও সেতু মন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাদের এমপি মহোদয়ের প্রকল্পের সাইট পরিদর্শন

কর্ণফুলী টানেল প্রকল্পের টানেল নির্মাণ কাজের জন্য পূর্বপ্রান্তের আনোয়ারা থানাধীন ৯৩.০২৮ একর ভূমির অধিগ্রহণের ৩ ধারার নোটিশ জারী ও যৌথ জরিপ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়া কনস্ট্রাকশন ইয়ার্ড নির্মাণ ও ইকুইপমেন্ট স্থাপনের জন্য ৩৮.২০৭ একর ভূমি রিকুইজিশনপূর্বক ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানকে হস্তান্তর করা হয়েছে। এছাড়া উক্ত ভূমি সংলগ্ন আরো ৩৮.০৫৮ একর ভূমি হুকুমদখল প্রস্তাব জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম বরাবর প্রেরণ করা হয়েছে।

প্রকল্পের পুনর্বাসনের জন্য ১৯.৭৬ একর ভূমি অধিগ্রহণের প্রস্তাব জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম এর নিকট প্রেরণ করা হয়েছে।

সার্ভিস এরিয়া নির্মাণের জন্য ৮৫.৮৯০১ একর ভূমি দীর্ঘমেয়াদী বন্দোবস্ত পাওয়া গেছে যা ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানকে হস্তান্তর করা হয়েছে।

প্রকল্পের উভয়প্রান্তে ১৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ এর স্থায়ী সংযোগ প্রদানের জন্য বিদ্যুৎ বিভাগ হতে ঠিকাদার নিয়োগ করা হয়েছে। প্রকল্প সাইটে ২টি ১১ কেভি বিদ্যুৎ লাইন স্থানান্তরের কাজ শেষ হয়েছে এবং ৩৩ কেভি লাইন স্থানান্তরের কাজ চলমান আছে। প্রকল্পের পশ্চিম প্রান্তে ২ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ সংযোগ পাওয়া গেছে। পূর্বপ্রান্তে ২ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ সংযোগের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

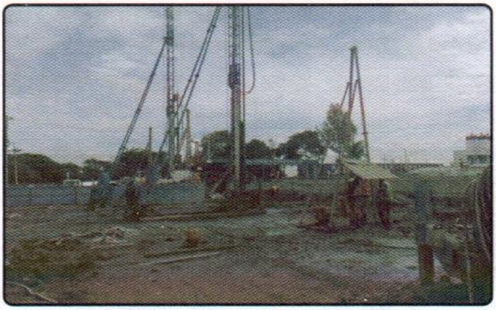

ওয়ার্কিং শ্যাফট এ গ্রাউটিং কাজের চিত্র

ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নির্মাণ সংশ্লিষ্ট কাজের বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ও মালামাল আমদানি অব্যাহত আছে। পশ্চিম প্রান্তে (পতেঙ্গা অংশ) ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের সাইট ক্যাম্প, আবাসন ও Batching Plant সহ অন্যান্য ফাসিলিটি নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে। বিবিএ'র সাইট অফিসের নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে এবং পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের অফিস নির্মাণের কাজ চলমান আছে। পূর্ব প্রান্তে (আনোয়ারা অংশ) সাইট ক্যাম্প ও কনস্ট্রাকশন ইয়ার্ড নির্মাণের জন্য ৩৮.২০৭ একর ভূমির মাটি ভরাটের কাজ চলছে।

গাইড ওয়াল নির্মাণ কাজের চিত্র

প্রকল্পের পশ্চিম প্রান্তে ওয়ার্কিং শ্যাফট নির্মাণের জন্য ডাইভারশন রোড নির্মাণের কাজ শেষ হয়েছে। ওয়ার্কিং শ্যাফট এর গ্রাউটিং ও ডায়াফ্রাম ওয়াল এর কাজ শুরু হয়েছে। ওয়ার্কিং শাফট এর নিকটবর্তী নেভাল একাডেমী গেট স্থানান্তরের কাজ চলমান আছে।

প্রকল্পের ঋণচুক্তি Effective হয়েছে এবং শীঘ্রই First Disbursement হবে মর্মে চায়না এক্সিম ব্যাংক কর্তৃক নিশ্চিত করা হয়েছে।

ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ প্রকল্প

ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মিত হলে ঢাকা শহরে আরও প্রায় ৪৭ কি.মি. নতুন সড়ক যোগ হবে। এ শহরের গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন এলাকা যেমনঃ বিমানবন্দর, কুড়িল, মহাখালী, তেজগাঁও, মগবাজার, কমলাপুর, মানিকমিয়া এভিনিউ, পলাশী, সোনারগাঁও মোড়, অতীশ দীপংকর সড়ক, মতিঝিল ইত্যাদি স্থানের জনগণ এ এক্সপ্রেসওয়ে দিয়ে ওঠা-নামা করতে পারবে। যানজটের কারণে বর্তমানে বহু গাড়ির যে জ্বালানী ও মানুষের কর্মঘন্টা নষ্ট হয় তা বহুলাংশে হ্রাস পাবে। এটি ঢাকা শহরের যানজট নিরসনে বিশাল ভূমিকা রাখবে।

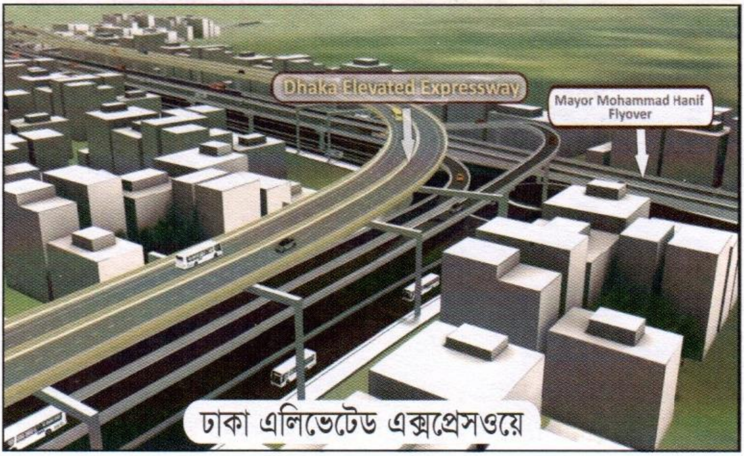

ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে

প্রকল্পটি ৩টি ধাপে ভাগ করা হয়েছে। বিনিয়োগকারীকে প্রথম ধাপের জমি হস্তান্তরের ১২ মাস পর ২য় ধাপ এবং ২৪ মাস পর ৩য় ধাপের জমি হস্তান্তর করা হবে। ১ম ধাপের জমি বিনিয়োগকারী বরাবর হস্তান্তর সম্পন্ন হয়েছে। ২য় ধাপের জমি জানুয়ারি ২০১৮ মাসে হস্তান্তর করা হবে। প্রথম ধাপের ব্যক্তি মালিকানাধীন ৭.৬৬৯০ একরসহ মোট ৬৯ একর জমি এবং ২য় ও ৩য় ধাপের ব্যক্তি মালিকানাধীন কম বেশী ২০ একরসহ মোট ১৪৬ একর জমি প্রয়োজন। ভূমি অধিগ্রহণ সম্পন্ন হয়েছে এবং সরকারী সংস্থাসমূহের প্রয়োজনীয় জমি ব্যবহারে অনাপত্তি পাওয়া গেছে। জেলা প্রশাসন অফিস ও ক্ষতিগ্রস্তদের ভূমি অধিগ্রহণের বিপরীতে চেক প্রদান অব্যাহত আছে। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর তত্ত্বাবধানে এলাইনমেন্টের মধ্যে অবস্থিত অবকাঠামো ও ইউটিলিটি অপসারণ/প্রতিস্থাপন কাজ করা হচ্ছে। ১ম ধাপের স্থানান্তর কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ২য় এবং ৩য় ধাপের ইউটিলিটি ও অবকাঠামো অপসারণের কাজ দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলছে।

Investment Promotion Financing Facility (IPFF) এর আলোকে ক্ষতিগ্রস্তদের বর্তমান বাজারদরে ক্ষতিপূরণ প্রদানের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। প্রথম ধাপের ক্ষতিগ্রস্তদের প্রায় ১৭৬ কোটি ২য় ধাপে প্রায় ১১৭ কোটি এবং ৩য় ধাপে প্রায় ১৭ কোটি এনজিও'র মাধ্যমে প্রদান করা হয়েছে যা এখনও অব্যাহত রয়েছে। এ পর্যন্ত ২৩৩৯ জনকে ক্ষতিপূরণ বাবদ ৩১০ কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে। অধিকন্তু, উত্তরা ৩য় ফেইজ সংলগ্ন বড়কাঁকর, দ্বীগুন ও বাউনিয়া মৌজায় ৪০ একর জায়গা বালু ভরাটের মাধ্যমে ভূমি উন্নয়ন কাজ চলমান আছে।

পুনর্বাসন এলাকার ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের মধ্যে চেক বিতরণ

পাইল ড্রাইভিং এর কাজ চলমান

পুনর্বাসন এলাকায় ভিলেজ নির্মাণের লক্ষ্যে বহুতল বিশিষ্ট ভবন, মসজিদ, কমিউনিটি সেন্টার, স্কুল, খেলার মাঠ ইত্যাদি নির্মাণের জন্য ঠিকাদার নির্বাচন কার্যক্রম চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। প্রকল্পের ভৌত কাজ চলমান আছে। আগস্ট ২০১৫ থেকে নির্মাণ সমীক্ষা কাজ শুরু হয়েছে। এ পর্যন্ত ৬৬২টি পাইল ও ৫১টি পাইল ক্যাপ সম্পন্ন হয়েছে।

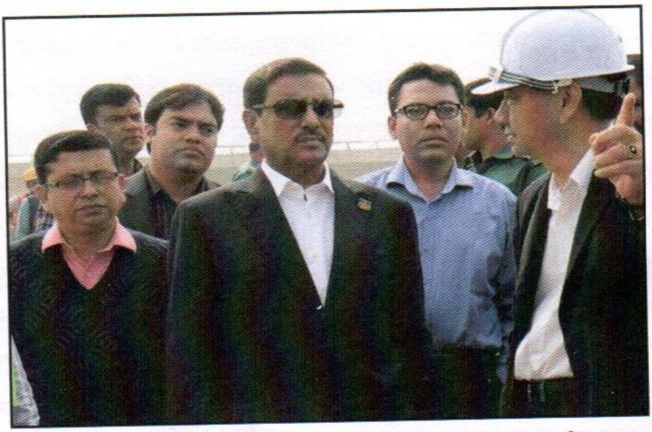

সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাদের, এমপি
ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ এলাকা পরিদর্শন করছেন

এছাড়া ৯টি কলাম সম্পূর্ণ ও ২৫টি কলাম আংশিক সম্পন্ন হয়েছে- প্রকল্পের এলাকায় বর্তমানে পাইল ড্রাইভিং কলাম ও ক্রস বিম ইত্যাদির কাজ দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলছে।

বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট (বিআরটি) প্রকল্প

ঢাকার যানজট সমস্যা নিরসনে গাজীপুর হতে শাহ্জালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর পর্যন্ত মোট ২০.২০ কিলোমিটার দীর্ঘ গ্রেটার ঢাকা সাসটেইনেবল আরবান ট্রান্সপোর্ট প্রকল্প গাজীপুর-এয়ারপোর্ট সংক্ষেপে বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট (বিআরটি) প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত প্রকল্পের মধ্যে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ৪.৫ কিলোমিটার দীর্ঘ এলিভেটেড অংশ নির্মিত হবে। ১৯ নভেম্বর ২০১৭ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়েছে। অতি সত্ত্বর নির্মাণ কাজ শুরু হবে। মূল প্রকল্পের জন্য মোট ব্যয় হবে মোট ২০৩৯.৮৪ কোটি টাকা। বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের অংশ উত্তরা হাউজ বিল্ডিং থেকে চেরাগআলী মার্কেট পর্যন্ত, সড়ক ও এলিভেটেড অংশের নির্মাণ কাজের জন্য ব্যয় হবে ৯৩৫ কোটি টাকা।

প্রস্তাবিত বাস র‍্যাপিড ট্রনজিট

বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট (বিআরটি) লেন নির্মিত হলে এটি ঢাকা ও এর পার্শ্ববর্তী এলাকার যানজট নিরসনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে।

২০ অক্টোবর ২০১৭ তারিখে বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট (বিআরটি) প্রকল্পের চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠিত হয়

বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট (বিআরটি) প্রকল্পটি ২০২০ সালের মে মাসের মধ্যে সম্পন্ন হবে।

ঢাকা সাবওয়ে নির্মাণ প্রকল্প

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনায় ঢাকা শহরের যানজট নিরসনে সর্বপ্রথম সাবওয়ে নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এজন্য প্রাথমিকভাবে চারটি রুট এলাইনমেন্ট চিহ্নিত করা হয়েছে।

সম্ভাব্যতা সমীক্ষার পরিচালনার জন্য এ সংক্রান্ত প্রকল্পটি ইতোমধ্যে অনুমোদিত হয়েছে। সম্ভাব্যতা সমীক্ষার মাধ্যমে এলাইনমেন্ট চূড়ান্ত করে বিস্তারিত ডিজাইনের ভিত্তিতে এর বাস্তবায়ন কাজ যথাসময়ে শুরু করা সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়।

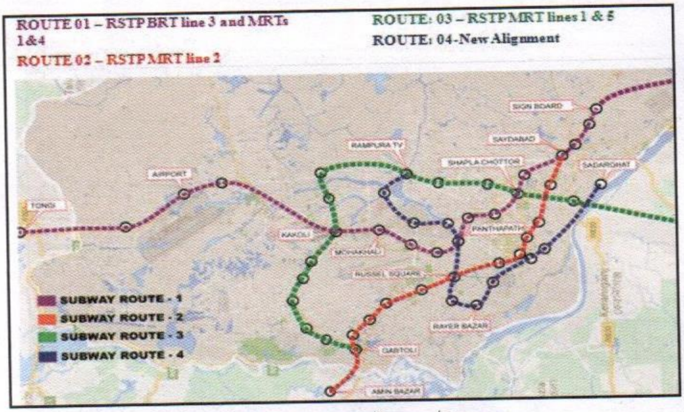

সাবওয়ের সম্ভাব্য এলাইনমেন্টসমূহ

সম্ভাব্যতা সমীক্ষার ভিত্তিতে সাবওয়ে নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। এটি নির্মিত হলে জনসংখ্যার একটি বিরাট অংশ মাটির নীচ দিয়ে চলাচল করতে পারবে। ভূমির উপরিভাগে জনসাধারণের চলাচল হ্রাস পাওয়ায় পরিবেশ আরও উন্নত হবে।

ঢাকা সাবওয়ে

এই সাবওয়ে রাজধানীর যানজট নিরসনে সর্বোচ্চ ভূমিকা রাখবে।

ঢাকা-আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ

হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর হতে ইপিজেড পর্যন্ত ঢাকা-আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে জি-টু-জি ভিত্তিতে নির্মাণের জন্য চীনা প্রতিষ্ঠান China National Machinery Import and Export Corporation (CMC) এর সাথে ২২ জানুয়ারি ২০১৫ তারিখে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়।

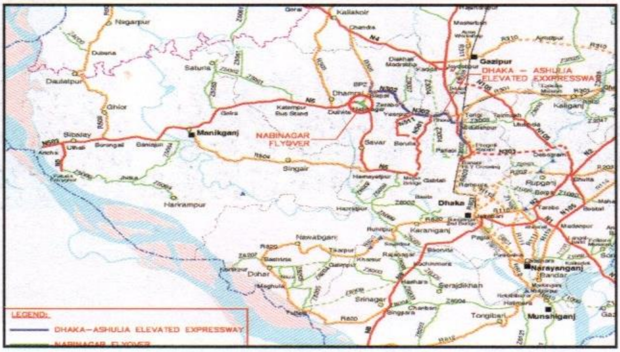

ঢাকা-আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে এলাইনমেন্ট

বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগ করে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পন্ন করেছে। ঢাকা আশুলিয়া নির্মাণ প্রকল্পটি ইতোমধ্যে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। গত ২৯ নভেম্বর ২০১৭ তারিখে চীনের বেইজিং -এ বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ এবং সিএমসি এর মধ্যে বাণিজ্যিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

চীনের বেইজিং -এ বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ এবং সিএমসি এর মধ্যে বাণিজ্যিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়

চুক্তি স্বাক্ষরের পর বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ এবং সিএমসি কর্মকর্তাবৃন্দ

ঢাকা-আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে চলমান ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের সাথে সংযুক্ত হবে। এটি নির্মিত হলে ঢাকার সাথে ৩০টি জেলার সংযোগ স্থাপনকারী আব্দুল্লাহপুর আশুলিয়া - বাইপাইল- চন্দ্রা করিডোরে যানজট অনেকাংশে হ্রাস পাবে। সর্বোপরি ঢাকা শহরের যানজট নিরসনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে।

প্রস্তাবিত ঢাকা-আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে

অন্যান্য বৃহৎ সেতু নির্মাণ প্রকল্প

প্রকল্পের নাম	প্রাক্কলিত ব্যয় (কোটি টাকায়)	বর্তমান অবস্থা
ভুলতা-আড়াইহাজার-বাঞ্ছারামপুর সড়কে মেঘনা নদীর উপর সেতু নির্মাণ	১৮০২.৫১	পিডিপিপি নীতিগতভাবে অনুমোদিত হয়েছে। এটি বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সেতু হিসেবে নির্মাণের অনুরোধ জানিয়ে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের মাধ্যমে চীন সরকারকে অনুরোধ জানানো হয়েছে। সম্ভাব্যতা সমীক্ষা চলমান রয়েছে।
রহমতপুর-বাবুগঞ্জ-মূলাদি হিজলা সড়কে আড়িয়াল খাঁ নদীর উপর সেতু নির্মাণ	৫৬৫.৫০	সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পরিচালনা করা হয়েছে। পিডিপিপি নীতিগতভাবে অনুমোদিত হয়েছে এবং এ সেতু নির্মাণে চীন সরকার এবং বিশ্বব্যাংকের আর্থিক সহায়তা চাওয়া হয়েছে।
কচুয়া-বেতাগী-পটুয়াখালী লোহালিয়া-কালিয়া সড়কে পায়রা নদীর উপর সেতু নির্মাণ	৮০৬.৪৮	সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পরিচালনা করা হয়েছে। পিডিপিপি নীতিগতভাবে অনুমোদিত হয়েছে এবং এ সেতু নির্মাণে চীন সরকার এবং বিশ্বব্যাংকের অর্থ সহায়তা চাওয়া হয়েছে।
লেবুখালী-দুমকী-বগা-দশমিনা-গলাচিপা-আমড়াগাছি সড়কে গলাচিপা নদীর উপর সেতু নির্মাণ	৫৭২.২৬	সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পরিচালনা করা হয়েছে। পিডিপিপি নীতিগতভাবে অনুমোদিত হয়েছে এবং এ সেতু নির্মাণে চীন সরকার এবং বিশ্বব্যাংকের আর্থিক সহায়তা চাওয়া হয়েছে।
পটুয়াখালী-আমতলী-বরগুনা কাকচিরা সড়কে পায়রা নদীর উপর সেতু নির্মাণ	১২৫০.০০	সম্ভাব্যতা সমীক্ষা চলমান রয়েছে।

১৯৯৮-১৯৯৯ অর্থ বছরে বঙ্গবন্ধু সেতু হতে আদায়কৃত মোট টোলের পরিমাণ ছিল মাত্র ৫৮.৭৬ কোটি টাকা। পরবর্তীতে যানবাহন চলাচল বৃদ্ধির কারণে এবং টোল আদায় ব্যবস্থা আধুনিকায়নের ফলে টোলের পরিমাণ ধারাবাহিকভাবে বেড়ে ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে দাঁড়ায় ৪৮৪.৫৩ কোটি টাকায়। এই টোল বৃদ্ধি সেতুর রক্ষণাবেক্ষণ ও বৈদেশিক ঋণ পরিশোধে সহায়ক ভূমিকা রাখছে।

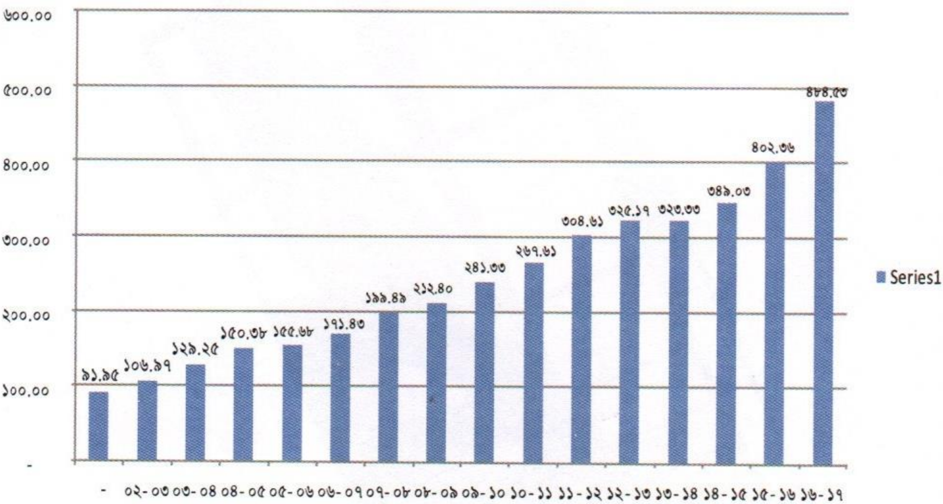

মুক্তারপুর সেতু হতে ২০০৭-২০০৮ থেকে ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছর পর্যন্ত টোল আদায় নিচে দেখানো হলো:

৬ষ্ঠ বাংলাদেশ-চীন-মৈত্রী সেতু (মুক্তারপুর সেতু) হতে আহরিত টোলের স্তম্ভলেখ

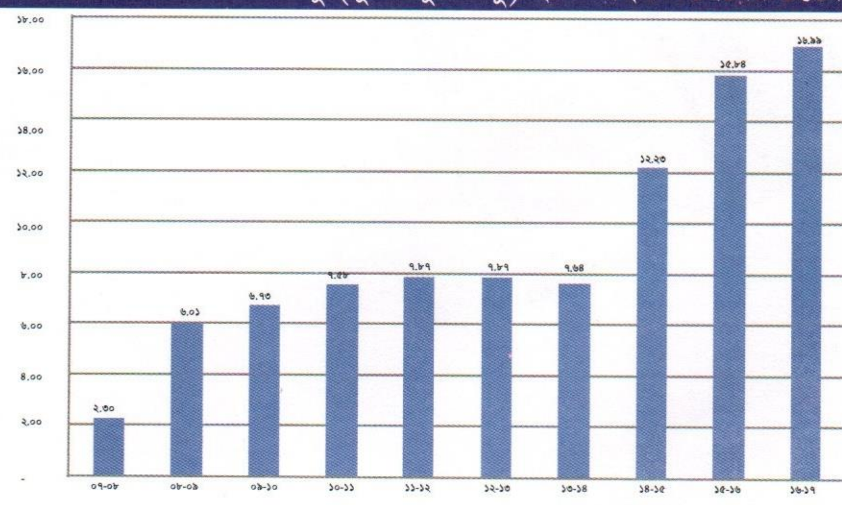

প্রকল্পের নাম	প্রাক্কলিত ব্যয় (কোটি টাকায়)	বর্তমান অবস্থা
বাকেরগঞ্জ-বাউফল সড়কে কারখানা নদীর উপর সেতু নির্মাণ	১০০০.০০	সম্ভাব্যতা সমীক্ষা চলমান রয়েছে।
বরিশাল-ভোলা সড়কে তেতুলিয়া ও কালাবদর নদীর উপর সেতু নির্মাণ	২৪০০০.০০	সম্ভাব্যতা সমীক্ষা চলমান রয়েছে।
যমুনা নদীর তলদেশে টানেল নির্মাণ	৫০,৭৮৪.০০	সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পরিচালনার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

সেতুর টোল হার

বঙ্গবন্ধু সেতু

ক্রমিক নং	যানবাহনের শ্রেনীবিন্যাস	টোল হার
১।	মোটর সাইকেল	৪০.০০
২।	হাল্কা যানবাহন (কার, জীপ ইত্যাদি)	৫০০.০০
৩।	ছোট বাস (২৯ আসন বা তার কম)	৬৫০.০০
৪।	বড় বাস (৩০ আসন বা তার বেশী)	৯০০.০০
৫।	ছোট ট্রাক (৫টনের কম)	৮৫০.০০
৬।	মাঝারি ট্রাক (৫হতে ৮টন)	১১০০.০০
৭।	বড় ট্রাক (৮টনের বেশী)	১৪০০.০০

মুক্তারপুর (৬ষ্ঠ বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী) সেতু

ক্রমিক নং	যানবাহনের বিবরণ	টোল হার
১।	ভ্যান (৩ চাকা বিশিষ্ট)/মটর সাইকেল যাত্রীসহ/খালী	১০.০০
২।	অটোরিক্সা/সিএনজি (৩ চাকা বিশিষ্ট) যাত্রী সহ/খালী	২০.০০
৩।	কার/জীপ/মাইক্রো/টেম্পু/ পিক আপ (৪ চাকাবিশিষ্ট)	৪০.০০
৪।	ছোট বাস (২৯ আসন বা উহার কম)	১০০.০০
৫।	বড় বাস (৩০ আসন বা উহার বেশী)/মাঝারি ট্রাক (৫টন হইতে ৮ টন)	২০০.০০
৬।	ছোট ট্রাক (৫টনের কম)	২০০.০০
৭।	বড় ট্রাক (৮ টনের বেশী/ ট্রেইলার/নির্মাণ যন্ত্রপাতি)	৫০০.০০

Bridges Division
Home
Bridges Division
Government Organization
Timeline
About
Photos
Likes
Videos
Liked
Message
Status
Photo / Video
114 people like this
Bharat Chandra Mondal and 3 other friends
Invite friends to like this Page
Write something on this Page

DIGITAL WORLD 2017

06-09 December 2017

Ministry of Road Transport and Bridges
Bridges Division
Bangladesh Bridge Authority
Setu Bhaban
Banani, Dhaka -1212
Phone : 55040333, Fax : 55040444
www.bba.gov.bd